তারক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজিত

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

পরিচালিত

মুভি মেকার্স-এর

নিবেদন

বন্দীবিধাতা

BANDI BIDHATA

গান/এক

কোথায় পালাবে তুমি কোথায় পালাবো আমি
বন্দী সব্বাই বন্দী
তাই বলি এসো করি সন্ধি
জীবনের এই জেলখানাতে
নজরবন্দী নজরানাতে
ভালোবাসা বন্দীযে স্বার্থে
তাই তুমি মন চাও
আর আমি মন দিই।

বুদ্ধির ধোঁয়া লেগে নিঃশ্বাস বন্দী ;
হাতে পায়ে হাত কড়া—বিশ্বাস বন্দী ;
মিথ্যের ফসলটা পাকাতে
বিবেক বন্দী শুধু টাকাতে
বুড়ো ওই বিধাতাও বন্দী
আসেনা মগজে তাঁরো পালাবার ফন্দী ॥

গান/দুই

সিন্ধুক পেয়েছি যে সাতটি রাজার
ঝণ্ ঝণ্
করে ঝণ ঝণ ঝণ—
সেই ছোট্ট বেলার সেই গল্প কথার
কল্পনা নগরে করবো বাজার !

হাসি হাসি মুখ করো ওগো রাজকন্যে
বলতো কী আনবো গো তোমারই জন্যে
কি আনবে ?

আমি আনবো ছোট্ট এক রাজার কুমার
খুশী খুশী মুখ করো ওগো রাজপুত্তুর
তোমার জন্যে আমি চলে যাবো বহু দুর
আমি আনবো মটরগাড়ী হাজার চাকার।

ভালো করে ভেবে ছাখো ওহে যুবরাজ গো
তোমার জন্যে আমি আনবো কী আজ গো
আমি আনবো নতুন বেলা স্বপ্ন দেখার ॥

গান/তিন

আর হৃদয়টা মরবেনা হাঁপিয়ে
এইতো আকাশ আছে
এইতো বাতাস আছে
এইখানে আজ পড়ি ঝাঁপিয়ে
পৃথিবীতে এত যে আনন্দ
তুলে নিই তাকে নিঃশেষে
মনটাকে করে তুলি সম্রাট
দুঃখ সেলাম দেবে এসে
প্রাণের বন্যা আজ মনের দু'কূল যাক ছাপিয়ে ॥
আঁধারের সব কিছু চুক্তি
নতুন আলোতে ছিঁড়ে ফেলি
দুরন্ত অস্থির আবেগে
একটু খুশীর খেলা খেলি
বাঁচার নেশায় চলি
খেয়ালের রাস্তাটা কাঁপিয়ে ॥

কবিতা

ধরো—অঙ্কের বইটা
হয়ে গেলো চকলেট—
ভূগোলটা সন্দেশ
ইতিহাস দরবেশ
আর কবিতার হিজিবিজি
কোবরেজী কাটলেট !
তাহলে কী করবে ?
টপ করে গপ করে—
গিলে নেবো একপেট।

গান/চার

এ ফুলটা একটু বেলার ও ফুলটা ভোরের ফোটা
এ গাছের ফলটা তেতো ও গাছের ডালটা মোটা
লাল নীল হলদে কালো প্রজাপতি দেখতো ভালো
ধরাটাই কষ্ট ভারী মিছে তার পিছনে ছোটা
এ ফুলটা একটু
ও পাখীটা গানের পাখি কি মিষ্টি ঐ যে ডাকা
ও পাখীটা হরবোলারে বুকে যার চন্দ্র আঁকা
ও পাখীও কয়যে কথা বাবা নয় মামা নয়
দিনরাত ডেকে যায় কা-কা— কা-কা—
বই খাতা ঘরেতে ফেলে—
বেশ লাগে এখানে এলে
ইংরিজি ভুল বললেও…
কেউ এসে দেয়না খোঁটা
এ ফুলটা একটু…
ও গাছের ফলটা কষা
ও মেয়েটার বুদ্ধি মোটা।

॥ কাহিনী ॥

আঠাশ টাকা মাইনের সামান্য দপ্তরি, রামগোপাল, তার সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পাল তুলে তিরীশ বছর পর, রিটায়ার করার বয়সে যখন পা দিল, তখন সে হুলুটের কেরানী। মাইনে আন্দাজ সাড়ে তিন শ'। স্ত্রী, তিন মেয়ে আর এক ছেলের সংসারে, সুখ ছিল, শান্তি ছিল, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাবনা আর বেশ কিছু ঋণের বোঝা ছিল।

রিটায়ার করার নোটিশ যেদিন এলো সেদিন সন্ধে এলো পারিপার্শ্বিকের তুমুল ঝড়। সুন্দরী মেজ' মেয়ে মীনা, তার "বয় ফ্রেণ্ডের"-র সঙ্গে, হিরোইন হবে বলে পালিয়ে গেল বম্বে। নিয়ে গেল একটা এঁদো গলির 'ফিলিম' কোম্পানী। একমাত্র ছেলে, জীবনে কখনও সেকেণ্ড হয়নি এবং ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। সে "পার্টির"-র প্ররোচনায় বোমা বানাতে গিয়ে করল বিশ্রী অ্যাকসিডেণ্ট। একটা পা তার কেটে বাদই দিতে হল। এই সব বিপদে অসীমের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে বড় মেয়ে বীণা ধাক্কা খেল মোটরের। ছোট মেয়ে আন্নার তখন টাইফিয়ড।

প্রচুর টাকা দরকার। রামগোপাল ধার চাইতে গেল ভোটের মুরুব্বী পরা প্রকাণ্ড ব্যবসাদার রায়সাহেবের কাছে। তাঁর কাছে গলা ধাক্কা খেয়ে রামগোপাল ফিরে পড়ল রঞ্জনের পাল্লায়।

গান/এক

কোথায় পালাবে তুমি কোথায় পালাবো আমি
বন্দী সবাই বন্দী
তাই বলি এসো করি সন্ধি
জীবনের এই জেলখানাতে
নজরবন্দী নজরানাতে
ভালোবাসা বন্দীয়ে স্বর্গে
তাই তুমি মন চাও
আর আমি মন দিই।

বুদ্ধির ধোঁয়া লেগে নিঃশ্বাস বন্দী;
হাতে পায়ে হাত কড়া—বিশ্বাস বন্দী;
মিথ্যের ফসলটা পাকাতে
বিবেক বন্দী শুধু টাকাতে
বুড়ো ওই বিধাতাও বন্দী
আদেনা মগজে তাঁরো পালাবার ফন্দী।

গান/দুই

সিন্ধুক পেয়েছি যে সাতটি রাজার
ঝণ্ ঝণ্
করে ঝণ ঝণ ঝণ—
সেই ছোট্ট বেলার সেই গল্প কথার
কল্পনা নগরে করবো বাজার!

হাসি হাসি মুখ করো ওগো রাজকন্যে
বলতো কী আনবো গো তোমারই জন্যে
কি আনবে?

আমি আনবো ছোট্ট এক রাজার কুমার
খুশী খুশী মুখ করো ওগো রাজপুত্তুর
তোমার জন্যে আমি চলে যাবো বহু দূর
আমি আনবো মটরগাড়ী হাজার চাকার।

ভালো করে ভেবে ছাখো ওহে যুবরাজ গো
তোমার জন্যে আমি আনবো কী আজ গো
আমি আনবো নতুন বেলা স্বপ্ন দেখার।

গান/তিন

আর হৃদয়টা মরবেনা হাঁপিয়ে
এইতো আকাশ আছে
এইতো বাতাস আছে
এইখানে আজ পাড়ি ঝাঁপিয়ে
পৃথিবীতে এত যে আনন্দ
তুলে নিই তাকে নিঃশেষে
মনটাকে করে তুলি সম্রাট
দুঃখ সেলাম দেবে এসে
প্রাণের বন্যা আজ মনের দু'কূল যাক ছাপিয়ে।
আঁধারের সব কিছু চুক্তি
নতুন আলোতে ছিঁড়ে ফেলি
দুরন্ত অস্থির আবেগে
একটু খুশীর খেলা খেলি
বাঁচার নেশায় চলি
খেয়ালের রাস্তাটা কাঁপিয়ে।

কবিতা

ধরো—অঙ্কের বইটা
হয়ে গেলো চকলেট—
ভূগোলটা সন্দেশ
ইতিহাস দরবেশ
আর কবিতার হিজিবিজি
কোবরেজী কাটলেট!
তাহলে কী করবে?
টপ করে গপ করে—
গিলে নেবো একপেট।

॥ কাহিনী ॥

আঠাশ টাকা মাইনের সামান্য দপ্তরি, রামগোপাল, তার সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পাল তুলে তিরীশ বছর পর, রিটায়ার করার বয়সে যখন পা দিল, তখন সে ব্যাঙ্কের কেরানী। মাইনে আন্দাজ সাড়ে তিন শ'। স্ত্রী, তিন মেয়ে আর এক ছেলের সংসারে, সুখ ছিল, শান্তি ছিল, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাবনা আর বেশ কিছু ঋণের বোঝা ছিল।

রিটায়ার করার নোটিশ যেদিন এলো সেদিন সঙ্গে এলো পারিপার্শ্বিকের তুমুল ঝড়। সুন্দরী মেজ' মেয়ে মীনা, তার "বয় ফ্রেণ্ডের"-র সঙ্গে, হিরোইন হবে বলে পালিয়ে গেল বম্বে। নিয়ে গেল একটা এঁদো গলির 'ফিলিম' কোম্পানী। একমাত্র ছেলে, জীবনে কখনও সেকেণ্ড হয়নি এবং ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। সে "পার্টির"-র প্ররোচনায় বোমা বানাতে গিয়ে করল বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট। একটা পা তার কেটে বাদই দিতে হল। এই সব বিপদে অসীমের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে বড় মেয়ে বীণা ধাক্কা খেল মোটরের। ছোট মেয়ে আন্নার তখন টাইফয়েড।

প্রচুর টাকা দরকার। রামগোপাল ধার চাইতে গেল ভোটের মুকুট পরা প্রকাণ্ড ব্যবসাদার রায়সাহেবের কাছে। তাঁর কাছে গলা ধাক্কা খেয়ে রামগোপাল গিয়ে পড়ল রঞ্জনের পাল্লায়।

রঞ্জন মস্ত বড়লোকের ছেলে। ওর বাবার প্রভূত সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছিলেন রায়সাহেব। ওর বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল বাড়ীটায় রঞ্জনের মায়ের নামে হাসপাতাল হয়। রঞ্জন সেই চেষ্টাই করছিল, বাধ সাধলেন রায়সাহেব। তিনি মিথ্যে মামলা রুজু করে বাড়ীটা দাবী করে বসলেন। রঞ্জন, এই মিথ্যে মামলাটা তুলে নেওয়ার অনুরোধ করতে এসে হল অপমানিত। বেরিয়ে যাওয়ার পথে রায়সাহেবের ছোট্ট নাতনী পলিকে দেখে তার মনে প্রতিহিংসার আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল'।

রামগোপালকে টাকা ধার দেওয়ার অজুহাতে রঞ্জন এসে পড়ল ওদের সংসারে, শ্যামল নাম নিয়ে। দেখতে দেখতে এমন মায়ার বাঁধনে আটকে গেল এই সংসারে যে প্রতিহিংসার কথা মন থেকে মুছেই গেল একদম। বিপদ ঘটালো বীণার বন্ধু অসীম। সে বীণাকে এমন ভুল বুঝল যে বাধ্য হয়ে বীণা রঞ্জনকে বাড়ী থেকে দিল তাড়িয়ে। রঞ্জন ভিক্ষের ঝুলি পাতল' কিন্তু বীণা কিছুতেই শুনল 'না।

পথে নাবতেই ওর মনে প্রতিহিংসার আগুন আবার জ্বলে উঠল আর পলিকে চুরি করার জালে জড়িয়ে ফেলল' রামগোপালের পুরো সংসারটাকে। এক লাখ টাকা সে আদায় করে নিল রায়সাহেবের কাছ থেকে নাতনীকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম করে এবং তার অর্দ্ধেক টাকা রামগোপালকেও দিল, ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে দিল একটা ছুরি পলিকে খুন করার জন্যে…তারপর ?…

"BANDI BIDHATA" a short of synopsis

RAMGOPAL a very honest bank clerk in his late fifties, is accused of kidnapping and MURDER. He refuses legal defense but wishes to make a statement.

He is a poverty stricken middle class Bengali family but with a lot of peace-till-he is asked to retire. Within a very short span of time he meets with many upsets in his family. In desperate need of money he approaches ROYSAHIB, a multi-millionaire and famous political worker with lacs of rupees in bank vaults which he himself describes as 'useless money'. ROYSHIB however insults him & throws him out in presence of RANJAN.

RANJAN is the only son of a richman who in his deathbed wished that his house hould be made into a hospital in his belated wife's name. Before RANJAN could do so, ROYSAHIB filed a suit with forged documents and claimed the house. He turns down RANJAN'S appeal to withdraw the case to enable him to fulfill his father's last desire. On his way out RANJAN desides to take revenge by kidnapping ROYSAHIB's grand-daughter.

RANJAN gets into RAMGOPAL'S family with the assumed name of SHYAMAL. In course of time, he becomes so deeply involved that he forgets his ulterior motive. But BINA, Ramgopal's eldest daughter, turns him out and he is forced to quit Ramgopal's family.

Again RANJAN revives his plan to seek revenge on ROYSAHIB. He uses Ramgopal in stealing Roy Sahib's grand daughter and in the process Ramgopal's entire family is involved. He offers Ramgopal half of the ransom and a knife as well to kill the child.

What's RAMGOPAL to do next ? He must either commit the murder-or what ?

বাঙালী— মধ্যবিত্ত পরিবারের আমি
সাধারণ মেয়ে। মিলিয়ে নিন।
— বীনা

জনতাকে সেবা করতে চেয়েছিলাম।
ওরা শয়তান বানিয়ে দিল।

রঞ্জন

আমরাই আপনারা।
রামগোপাল
বীণার মা

॥ প্রধান অতিথি শিল্পী ॥

অনিল চট্টোপাধ্যায় ॥

॥ প্রীতি সহযোগীতায় ॥

নলিনেশ সেন, প্রণত ঘোষ, বাণী হাজরা, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম চৌধুরী, তরুণ ঘোষ (বোম্বাই)

॥ প্রথম অভিনয় করলেন ॥

মুক্তা কল, সঞ্জয় গাঙ্গুলী, দিলীপ সামন্ত, মানব মুখার্জী, ভূপাল মুখার্জী, জোনাকী মুখার্জী, সুনীতা শর্মা, প্রমোদ কল, রামবিলাস এবং শ্রাবনী বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ আরও শিল্পী আছেন ॥

মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সোমা দে, কনিকা মজুমদার, পার্থ মুখার্জী, রুহী (বোম্বাই), গোবিন্দ গাঙ্গুলী, যোগেশ সাধু, নির্মল ঘোষ, চন্দ্রকলা এবং জহর রায়।

॥ কর্মীরা আছেন ॥

ক্যামেরায় : অজয় মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন নায়ক ॥ শব্দসংযোজনায় : অনিল দাসগুপ্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ও বাবাজী। গান এবং শব্দ পুনর্যোজনায় : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বারুই ॥ সম্পাদনায় : কমল গাঙ্গুলী এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় ॥ সেট সাজানোয় : প্রসাদ মিত্র এবং অনিল দে ॥ মেক আপ-এ : সত্যেন ঘোষ, সরোজ মুন্সী এবং নিমাই দাস ॥ প্রযোজনায় : শম্ভু মুখার্জী, গোকুল বালা, শান্তি এবং অজিত ॥ আলোকনিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন, সুভাস, সুনীল, রামদাস এবং রামবিলাস ॥ পরিচালনায় : প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কনক চক্রবর্তী, মুন্নি ব্যানার্জী ॥ প্রচারে : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। স্থিরচিত্রে : পরিমল চৌধুরী ॥ পরিচয়পত্রে : রতন বরাট। পরিস্ফুটনে : মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি ষ্টুডিওতে : আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিসিয়ান্স্ ষ্টুডিও।

॥ নেপথ্য শিল্পী ॥

কাহিনী, সংলাপ এবং চিত্রনাট্য : প্রভাত মুখোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : গোপেন মল্লিক, জানকী দত্ত এবং অর্কেষ্ট্রায় মুলকী ॥ গান লিখেছেন : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গেয়েছেন : মৃণাল মুখোপাধ্যায়, তমালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জোনাকী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রাবন্তী মজুমদার।

॥ কৃতজ্ঞতায় বেঁধেছেন ॥

দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল কানকোরিয়া, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো লিঃ, হোটেল রাত দিন, শ্যামলাল জালান এবং ক্রীশ্চন ব্যুরিয়ল ট্রাষ্ট ॥

॥ প্রযোজনা করেছেন ॥

তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

॥ পরিবেশনা করেছেন ॥

শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

॥ পরিচয় ॥

॥ বিনীত নিবেদনে ॥

শিল্পী এবং কর্মীবৃন্দ।